প্রথম আলো

তারিখ ..20. NOV 2016.......
পৃষ্ঠা ..২৩.. কলাম.....২......

১৯৬ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষেরও সংকট

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাল চাল ৪

সরকারি বাঙলা কলেজ

- ৩১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক ১৫৮
- ঠিকমতো ক্লাস হয় না
- পাঁচ বিভাগে শিক্ষকের পদই সৃষ্টি হয়নি
- কলেজে ৩৪ শতাংশ ছাত্রী থাকলেও নেই ছাত্রীনিবাস

মোশতাক আহমেদ

কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছে ৩৬০ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু বিভাগের জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র দুটি: যেগুলোতে বড়জোর ৬০ জন বসা সম্ভব। শুধু প্রথম বর্ষ নয়, আছে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ, স্নাতকোত্তর, উচ্চমাধ্যমিক, প্রিলিমিনারি ও স্নাতক (পাস কোর্স)। সবাই এই দুটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করে। এত শিক্ষার্থীকে পড়ানোর জন্য বিভাগে শিক্ষক আছেন মাত্র আটজন। ফলে টেনেটুনে চলছে বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম।

রাজধানীর মিরপুরে সরকারি বাঙলা কলেজের চিত্র এটি। গতকাল শনিবার কলেজে ঘুরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের মতো কলেজের সব বিভাগেরই একই অবস্থা। শুধু যে শ্রেণিকক্ষের সংকট, তা-ই নয়, শিক্ষকও নেই পর্যাপ্ত। ঠিকমতো ক্লাস হয় না।

কয়েকজন শিক্ষক বললেন, ২০ বছর আগে কলেজের শিক্ষার্থী ছিল ৫ হাজারের কিছু বেশি। এখন প্রায় ৩১ হাজার। অথচ দীর্ঘ এই সময়ে কলেজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি। পুরোনো অবকাঠামোতেই ৩১ হাজার শিক্ষার্থীকে কোনোমতে পড়ানো হচ্ছে। ফলে সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। অথচ প্রায় ২২ একর জমির ওপর ৫৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে সরকার ইচ্ছা করলেই অনেক অবকাঠামো করতে পারে।

কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক হাসমৎ আরা আল জলিলা *প্রথম আলো*কে বলেন, শিক্ষার্থীর বিবেচনায় বর্তমানে যত শ্রেণিকক্ষ আছে, তার চেয়ে আরও চার গুণ প্রয়োজন। শিক্ষক বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি।

কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সহশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে ১৮টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। এর বাইরে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান), প্রিলিমিনারি ও প্রাইভেট কোর্সে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। কলেজের উপাধ্যক্ষ বলেন, কলেজে বর্তমানে প্রায় ৩১ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এসব শিক্ষার্থীকে পড়ানোর জন্য কলেজে শিক্ষকের পদ আছে ১১৬টি। এর মধ্যে ১৪টি শূন্য। তবে সংযুক্তি (অন্যত্র পদায়ন হলেও সাময়িক সময়ের জন্য এই কলেজে কর্মরত) মিলিয়ে মোট শিক্ষক আছেন ১৫৮ জন। তাঁদের মধ্যে ১২৪ জন নারী ও ৩৪ জন পুরুষ শিক্ষক। গড়ে ১৯৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এখন ছাত্র-শিক্ষকের গড় অনুপাত ১ : ১৯।

মিরপুরে সরকারি বাঙলা কলেজের ফটক ● প্রথম আলো

১৯৮৪ সালে করা প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত এনাম কমিটির সুপারিশ ছিল, কলেজের যেসব বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, সেগুলোতে কমপক্ষে ১২ জন করে শিক্ষক থাকতে হবে। কিন্তু বাঙলা কলেজে বেশির ভাগ বিভাগেই এই সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষক নেই। ফিন্যান্স, মার্কেটিং ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে নিজস্ব শিক্ষকই নেই। খণ্ডকালীন কিংবা অন্য বিভাগের শিক্ষক দিয়ে টেনেটুনে বিভাগগুলো চালু রাখা হয়েছে। দর্শন ও ইতিহাস বিভাগে পদ সৃষ্টি না হলেও সংযুক্তি শিক্ষক দিয়ে চলছে।

সবার জন্য বাধ্যতামূলক ইংরেজি বিভাগে সৃষ্ট সাতটি পদের বিপরীতে কর্মরত চারজন। এর সঙ্গে সংযুক্ত দুজন মিলিয়েও সৃষ্ট পদের সমান হয়নি। ফলে এই বিভাগের শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হয়।

সকালে উচ্চমাধ্যমিক, বিকেলে স্নাতক: কলেজে শ্রেণিকক্ষ আছে ২৬টি। তবে সেমিনারকক্ষ ও ল্যাবরেটরিতে ক্লাস হওয়ায় শ্রেণিকক্ষ ধরা হয় ৪৪টি। শিক্ষকেরা বলছেন, শিক্ষার্থীর তুলনায় এগুলো একেবারেই অপর্যাপ্ত। শ্রেণিকক্ষের অভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সকালে এবং স্নাতক-স্নাতকোত্তর স্তরে দুপুরের পর ক্লাস নিয়েও সংকট কাটানো যাচ্ছে না। উচ্চমাধ্যমিকে কমার্সে প্রতি শাখায় ২৫০ জন, মানবিকে ২০০ ও বিজ্ঞানে প্রতি শাখায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও এত শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ানোর মতো শ্রেণিকক্ষ নেই। উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী বায়েজিদ হোসেন বলেন, যেদিন

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শ্রেণিকক্ষেরও সংকট

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে, সেদিন তাদের গাদাগাদি করে বসতে হয়।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক বললেন, শ্রেণিকক্ষের অভাবে স্নাতক পর্যায়ে এক দিন এক বর্ষের ক্লাস নিলে পরদিন আরেক বর্ষের নিতে হয়। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষাগুলো বিকেলে হওয়ায় বছরের বেশির ভাগ সময়ই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না। আর 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' অনুযায়ী বছরের বেশির ভাগ সময়ই এখন পরীক্ষা লেগে থাকে। কিন্তু পৃথক পরীক্ষার হল না থাকায় শ্রেণিকক্ষেই পরীক্ষা হয়। ফলে স্নাতক-স্নাতকোত্তরে বছরে বড়জোর তিন মাস ক্লাস হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে ফল খারাপ: কলেজ সূত্র জানায়, ২০১৫ সালে এই কলেজে উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৩ জন এবং এ বছর পেয়েছে ১২ জন। অথচ ঢাকার অন্য অনেক কলেজে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। শিক্ষার্থীরা অনেক অনুপস্থিত থাকে। ইসলামিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষকেরা ক্লাস নিতে চাইলেও বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ক্লাসে আসে না। তাঁর অভিযোগ, এই কলেজে বিভিন্ন নামে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হয়।

সৌন্দর্যহানি করে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ: কলেজ প্রশাসন সূত্র জানায়, প্রায় ছয় বছর ধরে হচ্ছে হচ্ছে করে শেষমেশ পরীক্ষার হল ও একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু ভবনটির জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে কলেজের সামনের মাঠের অংশে, মূল রাস্তার কাছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক বললেন, ভবনটি হলে কলেজের পুরো সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ কলেজের পেছনে ও আশপাশে অনেক খালি জায়গা পড়ে আছে। আরেকজন শিক্ষক বললেন, এই সমস্যা জেনেও তাঁরা প্রতিবাদ করছেন না। কারণ, প্রতিবাদ করলে হয়তো এই ভবনও আর হবে না। ২২ একর জায়গার ওপর কলেজ ক্যাম্পাসটি অগোছালো। পেছনে একটি লেক থাকলেও সেটি নর্দমায় পরিণত হয়েছে।

আবাসন ও পরিবহনসংকট: কলেজের ৩১ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৬ শতাংশ ছাত্র ও ৩৪ শতাংশ ছাত্রী। কিন্তু ছাত্রীদের জন্য নেই কোনো আবাসনব্যবস্থা। দূরদূরান্তের ছাত্রীরা মিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় মেস করে থাকে। ছাত্রদের জন্য কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের নামে একটি ছাত্রাবাস থাকলেও আসন (বিছানা) আছে ১৭৫টি। বাস্তবে কিছু বেশি থাকে। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত করতে হয় নিজ উদ্যোগে। এত দিন কলেজে কোনো বাসও ছিল না। গত জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বাস দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনো সেটি চালু করতে পারেনি।